

আমিও তোমার পথ ধরলাম

রাশেদুজ্জামান

প্রিয়তমা মৌ,

সব কিছুই কি ভুল ছিলো নাকি সব সপ্ন? আমি তো প্রতিটি মুহূর্ত বেধে রাখতে চাই মনের করিডোরে। অল্প আলোতে, মিটিমিটি হাওয়াতে বয়ে চলা জোনাকির গায়ে জ্বলে থাকা আলোতে বাচতে চাই। আমার ছোট ছোট স্বপ্নগুলো কেন যেন মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

শুধু সেই দিনের কথা মনে পড়তেই, পুরুষ হয়েও জানালার গ্রীল ধরে এক নজরে আকাশে উড়ে যাওয়া শালিক ক্লান্তি দেখতে দেখতে কখন যে নিজের চোখের জল গড়িয়ে পড়ল, আমি একদম বুঝতে পারিনি। আনমনে গামছার কোণা দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে মনে পড়ে গেল তোমার সেই শরির সাথে লেগে থাকা ওড়নার কথা, যেই ওড়নার কোণ দিয়ে একবার আমার এ দু' চোখ মুছে দিয়েছিলে। আজ তোমার সেই ওড়নার স্বাণ কে খুব মনে পড়ছে।

তুমি তো জানো, আমি সন্ধ্যায় ঘুমাতে যাই না কখনো, আজ কাজ করতে করতে চোখ যেন লেগে গিয়েছিলো। কেন যেন বিছানায় শরির টা রাখতেই চোখে ঘুম এসে যায়। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাই আমার, চোখ মেলে যেন বুঝতেই পারছি না আমি কোথায়? ঘরের দেওয়ালে কোণে রাখা দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দে যেন জ্ঞান ফিরতে শুরু করলো।

মনে পড়ে গেল সেই দিনে কথা, ঈশ্বরের আশীর্বাদেই আমাদের বিয়েটা হয়েছে শবে মাত্র ২১ দিন। তখনো খুব ভালো করে শীত পড়া শুরু করেনি। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কেন যেন হঠাত করে এক বিপত্তি উড়ে আসলো। আমার মুখে আনতে লজ্জা করছে, তোমার ক্যান্সার হয়েছে, বড় জোর তিন মাস বাচবে। তোমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। তুমি তো জানো আমার কম্পিউটার ছাড়া আমি বড় অসহায়। তবুও এবার এটা হার মানলো। বেচে খুব অল্প সামান্য টাকা হলো যদিও শুধু ডাক্তারের ফিস টা হলো মাত্র। কোথাও থেকে কোনভাবে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। আমি কোনভাবে ধার-দিনা করেও টাকা জোগাড় করতে পারলাম না। তুমি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছ। আমার চোখের সামনে এমন বিপত্তি আমি কিভাবে সহ্য করবো বলো।

তোমায় ছাড়া বেচে থাকা একেবারে সম্ভব নয়। তাই তোমার শরিরে ব্যবহার করা পুরানো সিরিঞ্জ নিয়ে আমার শরিরে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসতে আসতে শরিরে ক্লান্ত অনুভব হতে শুরু করলো। তুমি আরো অসুস্থ হতে শুরু করেছো, আমার কাশতে দেখে চমকে গেলে, আর প্রশ্ন করলে এটা কিভাবে বাধিয়েছো? আমি শুধু চেয়ে থাকলাম তোমার ওই শুকিয়ে যাওয়া চোখের পানে। শরির দুর্বল হতে শুরু করল আর আমি বুঝতে শুরু করলাম পুরা একটা মাস কত যন্ত্রনা তুমি মুখ বুজে সহ্য করেছো। মৌ, এতটা ভালো কেন বাসতে গিয়েছিলে আমায়। তোমার ভালোবাসার ঋণ কখনো হারাতে চায়নি। কিন্তু কেন এমন হলো আমার সাথে। এটা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারিনি।

ঘুমের ঘরে কয়েকবার তোমার ডাক শুনেছিলাম। তুমি খাবারের পানি চেয়েছিলে আমার কাছে, আমার এতটায় যে অসুস্থ অনুভব হচ্ছিল যে, আমি উঠে যেতে পারেনি। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলা ১২ টায় মাছির ভন ভন শব্দে ঘুম ভাংগে আমায়। দেখি তোমার শরিরে মাছি বসা শুরু করেছে, অনেক বার ডাকা সত্ত্বেও তুমি উত্তর নিলে না। খুব কষ্টে যখন গেলাম তোমার কাছে।

বিশ্বাসঘাতকতা করল আমার হাত, আমার হাতে তোমার নিশ্বাস অনুভূত হচ্ছে না। আমি চিমটি কেটে দেখলাম আমার হাত প্রালাইসিস হয়ে গেছে কিনা। কিন্তু আমি বুঝলাম, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেছো। আমি পাথর হয়ে যাচ্ছি। আমার চোখে জ্বল নাই, কেন যেন শুকিয়ে গেছে।

খুব কষ্টে মাসুদ কে ফোন করেছিলাম, ঘণ্টা দু'য়েক এর মাঝে চলে আসল পুষ্পেন, শাহিন, পাভেল, মিজান ও মাসুদ। চমকে গেলো আমাকে দেখে, তখনো তোমার ঘুমন্তো শরিরে আমার চোখের জ্বল মুছেফেলছি আর চুম্বনে লাল করে ফেলেছি তোমার হাত। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে গেছে আমার।

আমার শরিরে প্রচণ্ড কাপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। চোখ দুইটা লাল হয়ে আছে। খুধা নাই। আমি সোজা হয়ে দাড়াতে চাইলেও আর পারছি না। আজ মনে পড়ছে তোমার সাথে কাটানো দিনগুলির কথা।

দুষ্টামিতে ভরা ছিল তোমার মন, স্পষ্ট মনে আছে ওই তো সেদিন, তোমার জন্মদিন ছিল, ওই দিন অফিসে আমার কাজছিল, তুমি যেতে দেবে না বলে শার্ট ও প্যান্ট পানিতে ভিজিয়ে দিয়েছিলে।

তোমার ভালোবাস আমি ভুলবো কিভাবে। ইতি মধ্যে তোমার ছোট ভাই খাইরুল এসে পড়েছে আমার সাথে। শুনলাম তোমার বোন পথে আসতেছে। কাছাকাছি যেসব বন্ধুরা ছিল সবাই চলে এসেছে। কিছু মানুষ চলে গেছে তোমার কবর খুঁড়তে। আমি এতটায় অসহায় যে সেই জায়াগাতেও একবার যেতে পারলাম না। আমার মাপ করে দিও মৌ, আজ আমায় বাচতে ইচ্ছা করছে।

তোমায় ছাড়া বাচতে পারবো না বলে তোমার শরিরের পয়জন যুক্ত রক্ত আমার শরিরে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু ভাবিনি আমিও যদি তোমার সাথে সাথে চলে যাই, তাহলে তোমার ভালোবাসার এই সৃতিগুলো কে ধরে রাখবে।

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার পরিবার কে যেন আমার পরিবারের মত দেখি। বিশ্বাস করো, তোমার পথ ধরা ছাড়া আমার আর কিছুই কররা নাই। তোমার চলে যাওয়ার ১৫ দিন পর কামরুন নাহার

এসেছিল একবার দেখতে । তোমার রেখে যাওয়া সব জিনিস গুলা দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে খুব কেদেছিল তোমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। আমি বাধাও দেয়নি, আর সান্তনাও দিতে পারিনি । অভিমানি চোখে আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, দাদাবাবু আমি চললাম। এ যেন করুন বিদায় । প্রিয়তমা, আমি তোমায় আবার যেন নতুন করে তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।

মাসুদের সাথে গতকাল একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার আমায় বেশিদিন সময় দেয়নি, এই বড় জোর দশ কিংবা বারো দিন । আমাদের বাসা টা ছেড়ে দিয়েছি। পাভেল এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে দিয়েছে। আমি আজ গ্রামে যাচ্ছি । সব সৃতি ফেলে কিভাবে যাব গ্রামে । এখন বড় বাচতে ইচ্ছা করে।

গ্রামে আসার আগেই দেখি, বড়বোন ও আমার ভাগ্নি এসেছে । খুজুরের পাতার বিছানায় শুয়ে খেড়ের ফুটো হয়ে যাওয়া চালের মধ্যদিয়ে কিয়দাংশ আকাশ দেখতে পাচ্ছি । চশমা টা ঢাকায় ফেলে রেখে এসেছি । আর চশমা !! নিজেই পরপারে যাওয়ার পথ ধরেছি ।

কিছু বরই ও জলপাই এনে দিলো খাওয়ার জন্য। আজ বড্ড মনে পড়ছে তোমায় মৌ। তুমি খুব জলপাই পছন্দ করতে । আজ তুমি থাকলে দেখতে পেতে এরা কিভাবে তোমায় জলপাই খেতে দিত।

আজ রহমত ভাই এসেছিল, দাদা-দাদির কবর জিয়ারত করলাম হুইল চেয়ারে বসে । দিন গুনতে গুনতে তোমার কাছে যাবার বেলা চলে এসেছে । এখন আমায় বাচতে ইচ্ছা করে । আবারো ভালোবাসতে ইচ্ছা করে । তোমার কপালে চুমু দিলে, তোমার মুখের রক্তিম আভা দেখতে ইচ্ছা করে।

কলম আর ঠিক মত চলছে না রে বুড়ি। আংগুলের নিচেই কালচে দাগ পড়ে গেছে । পায়ের বুড়া আংগুলে ঘা বাড়তে শুরু করেছে। মাছির ভন ভন শব্দে একটুও চোখ বুঝতে পারিনে । আর লিখতে হয়তো পারবো না ।

সন্ধ্যায় হুজুর এসে তাওবা পড়িয়ে গেছে।



সমাপ্ত